بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ২০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় আহ্যাবের যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আহযাবের যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। বিগত খুতবায় খাবারে বরকতের নিদর্শন সম্বলিত একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছিল। অনুরূপভাবে খেজুরে বরকত সৃষ্টি হওয়া সম্পর্কেও রেওয়ায়েত আছে। **হযরত বশীর বিন সা'দ** (রা.)-র কন্যা বর্ণনা করেন, আমার 'মা' আমার কাপড়ে কিছু খেজুর দিয়ে বলেন, তুমি গিয়ে তোমার পিতা ও মামাকে দিয়ে বলো, এগুলো তোমাদের সকালের খাবার। পথিমধ্যে মহানবী (সা.) আমাকে দেখে বলেন, তোমার কাছে এগুলো কী? আমি যখন বলি, এগুলো আমাদের খাওয়ার জন্য খেজুর। মহানবী (সা.) আমার কাছ থেকে খেজুরগুলো নিয়ে তা দুটি কাপড় দ্বারা ঢেকে দেন এবং উপস্থিত পরিখা খননকারী সবাইকে খেজুর খাওয়ার আমন্ত্রণ জানান। ঘোষণা শুনে সবাই সেখানে আসেন এবং পরিতৃপ্ত হয়ে খেজুর খান। আশ্চর্যের বিষয় হলো, খেজুর ক্রমেই বাড়তে থাকে আর সবার পেটভরে খাওয়ার পরও কাপড়ের পার দিয়ে তা গড়িয়ে পড়ছিল।

আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে, **হযরত উম্মে আমের আশআলিয়া (রা.)** মহানবী (সা.)-এর কাছে হ্যায়স ভর্তি একটি পাত্র পাঠান। হ্যায়স হলো খেজুর, ঘি এবং পনির দ্বারা প্রস্তুতকৃত একটি খাবার। মহানবী (সা.) তখন নিজের তাঁবুতে হযরত উম্মে সালমার কাছে ছিলেন। হযরত উম্মে সালমা (রা.) প্রয়োজন অনুসারে তা থেকে খান। এরপর মহানবী (সা.) সেই পাত্রটি নিয়ে বাইরে বের হন এবং উপস্থিত সবাইকে ডেকে তা থেকে খেতে বলেন। পরিখা খননকারী সবাই তা থেকে তৃপ্তি সহকারে খায়, তথাপি খাবার যে পরিমাণে ছিল তাই অবশিষ্ট রয়ে যায়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"সালেক (বা পুণ্যবান) খোদার এরূপ নৈকট্য অর্জন করে যেমনটি লোহা আগুনে পোড়ানো হলে উত্তপ্ত অবস্থায় সেটিকে আগুন ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না এবং লোহা ও আগুনের মধ্যে পার্থক্য বুঝা যায় না। সালেক এবং খোদার সাথে যার সাক্ষাৎ হয় তার পরিচয় বর্ণনা করে তিনি (আ.) বলেন, অনেক সময় মানুষের দ্বারা এরূপ ঘটনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে যা মানবীয় শক্তির উর্দ্ধে বলে প্রতীয়মান হয় এবং নিজের অভ্যন্তরে এক ঐশী শক্তি ধারণ করে। যেমন, আমাদের নেতা ও অভিভাবক ও নবীগণের নেতা হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.) বদরের যুদ্ধে এক মুষ্ঠি কঙ্কর নিক্ষেপ করেন, এটি কোনো দোয়ার মাধ্যমে করেন নি বরং নিজের আধ্যাত্মিক শক্তির মাধ্যমে করেন যা বিরোধীদের ওপর এক ঐশী শক্তি প্রদর্শন করেছে এবং কাফির সৈন্যবাহিনীর ওপর এরূপ অলৌকিক প্রভাব সৃষ্টি করেছিল যে, এমন কেউ ছিল না যার চোখে এর প্রভাব পরিদৃষ্ট হয় নি।"**

পরিখা খননের সময় মুনাফিকরা মহানবী (সা.) ও মুসলমানদের কাজে অংশগ্রহণে আলস্য প্রদর্শন করেছে। মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে অনুমতি না নিয়ে এবং তাঁকে অবগত করা ছাড়াই তারা বাড়িতে চলে যেত, অথচ মু'মিনরা কখনোই এমনটি করতেন না। যাহোক, সাহাবীরা

ঐক্যবদ্ধ হয়ে আবু সুফিয়ানের সৈন্যবাহিনীর আগমনের তিন দিন পূর্বে পরিখা খনন সম্পন্ন করেন। এরপর নারী-শিশুদের সেসব দুর্গে পাঠানো হয় যেখানে তাদের সুরক্ষার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তবে যাদের বয়স ১৫ বছরের অধিক ছিল তাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়েছিল যে, তারা চাইলে যুদ্ধ করতে পারে আর চাইলে দুর্গে চলে যেতে পারে। আব্দুল্লাহ্ বিন উম্মে মাকতুম (রা.)-কে মদীনার আমীর নিযুক্ত করে মহানবী (সা.) সালাহ্ পাহাড়ের সামনে শিবির স্থাপন করেন। মহানবী (সা.)-এর জন্য চামড়ার তাঁবু খাঁটানো হয়। মুহাজিরদের পতাকা **হযরত যায়েদ বিন হারেসা** (রা.)-র হাতে এবং আনসারের পতাকা **হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.)**-র হাতে তুলে দেয়া হয়েছিল।

এই যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ ভিন্ন ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। এ সংখ্যা ৭০০ থেকে ৩০০০ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এসব রেওয়ায়েত পর্যালোচনা করে এর মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে বলেন, উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৭০০, এর দুই বছর পরে ৩০০০ হতে পারে না, কেননা সে সময়ে বড়ো কোনো গোত্র বা জাতি এসে ইসলাম গ্রহণ করে নি। প্রকৃত বিষয় হলো, আহযাবের যুদ্ধের তিনটি অংশ ছিল, এক অংশ তারা যারা কাফিরদের আগমনের পূর্বেই পরিখা খননের কাজ করছিল এবং এক্ষেত্রে শিশু এবং নারীরাও ছিল। অতএব যখন পরিখা খননের কাজ হচ্ছিল তখন তাদের সংখ্যা ৩০০০ ছিল বলে অনুমান করা যায় আর ইতিহাস থেকেও এটি প্রমাণিত। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে মহানবী (সা.) ১৫ বছরের অনূর্ধ্ব যুবক এবং নারীদের দুর্গে পাঠিয়ে দেন এর ফলে মুসলমানদের সংখ্যা দাঁড়ায় ১২০০তে। বাকি রইল সাত শত সংখ্যাটি কেন বর্ণিত হয়েছে? বনু কুরায়যা যখন বিশ্বাসঘাতকতা করে কাফিরদের সাথে গিয়ে মিলিত হয় এবং মদীনায় অতর্কিত আক্রমণের ষড়যন্ত্র করে তখন মহানবী (সা.) বনু কুরায়যার এলাকায় মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্য দুটি সেনাদল প্রেরণ করেছিলেন যাদের মোট সংখ্যা ছিল পাঁচশ। আর এই হিসেবে ১২০০ জনের মধ্যে সম্মুখ সমরে মুসলমানদের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় শাতশতে। এভাবে সংখ্যা সম্পর্কিত তিনটি ভিন্ন ভিন্ন রেওয়ায়েতের ভেদ ভেঙে যায়।

মুশরিকদের মদীনায় পৌঁছানোর ঘটনা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, আবু সুফিয়ানের সৈন্যবাহিনী যখন মদীনার নিকটবর্তী স্থানে আসে তখন মহানবী (সা.) সাহাবীদেরকে ভাগ করে বিভিন্ন স্থানে মোতায়েন করেন। কাফিররা যখন দেখে যে, পরিখা পার হয়ে মদীনায় প্রবেশ করা অসম্ভব তখন তারা পরিখার বাইরের অংশ দুর্গের ন্যায় অবরুদ্ধ করে রাখে এবং পরিখার দুর্বল অংশ দিয়ে আক্রমণের সুযোগ খুঁজতে থাকে।

অধিকন্তু এ সময় তারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করে। মুশরিকরা এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, বনু কুরায়যার ইহুদীদের প্রলোভন দেখিয়ে তাদের সাথে চুক্তি করা হোক, তারা যেন মুসলমানদের সাথে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এবং মদীনার অভ্যন্তর থেকে তাদের ওপর আক্রমণ করে। সে অনুযায়ী ইহুদী নেতা **হুয়ী বিন আখতাব** বনু কুরায়যার নেতা **কা'ব বিন আশরাফের** কাছে যায়। কা'ব প্রথমে দুর্গের ফটক খুলতেও সম্মত হচ্ছিল না আর বলে দিয়েছিল, আমি মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে সন্ধি করেছি আর আমি তাকে সর্বদা সত্যবাদী এবং অঙ্গীকার রক্ষাকারী হিসেবে পেয়েছি। কিন্তু হুয়ী এর অতিরিক্তি একগুঁয়েমি, প্রলোভন ও চাপের ফলে কা'ব বিন আশরাফ মনস্তাত্বিকভাবে

দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মুসলমানদের সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে সম্মত হয়। তবে তাদের এ বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনা দেখে বনু কুরায়যার কয়েকজন ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর সাথে গিয়ে মিলিত হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত উমর (রা.) এ ঘটনা সম্পর্কে জানতে পেরে মহানবী (সা.)-কে অবগত করেন। বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার জন্য তিনি (সা.) **সা'দ বিন মুআয** এবং **সা'দ বিন উবাদা (রা.)-কে** সেখানে প্রেরণ করেন আর বলেন, যদি ঘটনা সত্য হয় তাহলে ফিলে এসে প্রকাশ্যে এ ঘটনা বর্ণনা দিবে না, বরং আমাকে ইশারায় জানাবে যেন লোকদের মাঝে ভীতির সঞ্চার না হয়। তারা সেখানে গিয়ে দেখেন, কা'ব বিন আশরাফ ও তার অনুসারীরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। কা'ব তাদের সাথে চরম ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করে এবং বলে দেয়, যাও তোমাদের সাথে আমাদের আর কোনো চুক্তি নেই। এরপর তারা ফিরে এসে বিষয়টির সত্যতা সম্পর্কে মহানবী (সা.)-কে ইশারায় অবগত করেন। তখন মহানবী (সা.) কিছুক্ষণ নীরবতা অবলম্বন করেন। এরপর বলেন, **"হে মু'মিনদের জামা'ত! আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য লাভে তোমরা আনন্দিত হও। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এক সময় আমি কাবাগৃহ প্রদক্ষিণ করব এবং তার চাবি আমার হাতে থাকবে এবং রোম ও পারস্য ধ্বংস হবে।"** হুযূর (আই.) বলেন, এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ আগামীতে উল্লেখ করব, ইনশাআল্লাহ্।

এরপর হুযূর (আই.) বলেন, আজ থেকে খোদ্দামুল আহমদীয়া, যুক্তরাজ্যের বার্ষিক ইজতেমা শুরু হচ্ছে। খোদ্দামরা এথেকে সর্বোচ্চ লাভবান হওয়ার চেষ্টা করুন। যদিও আবহাওয়ার পূর্বাভাসে জানা গেছে, বৃষ্টি অব্যাহত থাকতে পারে, তবে আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করুন যেন তাদের সকল আয়োজন ভালোভাবে সম্পন্ন হয়। খোদ্দামরা এই দিনগুলোতে আধ্যাত্মিক এবং জ্ঞানগত মান বৃদ্ধি করার চেষ্টা করুন। যেসব দোয়া এবং দরূদ পাঠের প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি এবং তাহরীক করেছি এই দিনগুলোতে সেগুলো পাঠের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিন এবং সর্বদা সেগুলো পাঠ করতে থাকুন।

পরিশেষে হুযূর (আই.) চারজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করেন এবং গায়েবানা জানাযার নামায পড়ানোর ঘোষণা প্রদান করেন।

প্রথমত, রাবওয়া নিবাসী ওয়াকেফে যিন্দেগী **জনাব হাবীবুর রহমান যিরভী সাহেবের স্মৃতিচারণ** যিনি সম্প্রতি ৭৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন। মৃত্যুকালে মরহুম নায়েব নাযের দেওয়ান হিসেবে সেবা করার তৌফিক পাচ্ছিলেন। পরবর্তী স্মৃতিচারণ, জনাব ব্রিগেডিয়ার ডা. জিয়াউল হাসান সাহেবের পুত্র **জনাব ডা. শায়খ রিয়াজুল হাসান সাহেব**, তিনিও সম্প্রতি ইন্তেকাল করেছেন। মরহুম ওয়াকেফে যিন্দেগী হিসেবে আফ্রিকা এবং পাকিস্তানে বিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে মানবতার সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। এরপর রাবওয়া নিবাসী **জনাব অধ্যাপক আব্দুল জলীল সাদিক সাহেবের স্মৃতিচারণ করেন,** যিনি সম্প্রতি ৮০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্তেকালের সময় মরহুম সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া রাবওয়ায় তরতীব ও রেকর্ড বিভাগের নায়েব নাযের হিসেবে সেবা প্রদানের তৌফিক লাভ করছিলেন। সবশেষে হুযূর জনাব মাস্টার মুনীর আহমদ সাহেব ঝং এর কথা উল্লেখ করেন, যিনি সম্প্রতি ৮২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন। মরহুম মাস্টার সাহেব দীর্ঘদিন বিভিন্নভাবে জামা'তের সেবার সুযোগ পেয়েছেন।

বন্দিদের সেবার ক্ষেত্রে মরহুম অতুলনীয় অবদান রাখার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। হুযূর (আই.) সকল প্রয়াত ব্যক্তির আত্মার মাগফিরাত ও উন্নত পদমর্যাদার জন্য দোয়া করেন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)